কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

২০০৬ সালের এসএ ৩৯

পারুল দে এবং অন্যান্য

বনাম

দেবরানী মণ্ডল

আপিলকারীদের জন্য ; শ্রী সৌরগুপ্ত ব্যানার্জি

শ্রীমতী ফাতিমা হাসান

শুনেছেন ০৫.০৯.২০২৩

রায় ২২.০৯.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি,- .

১। এই দ্বিতীয় আপিলটি ২৫শে অক্টোবর, ২০০৫ তারিখের রায় এবংফরমান উভয়ের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে, যা ২০০৩-এর ৩০ নং মালিকানা আপিলে কলকাতার নগর দেওয়ানি আদালতের ১২তম বেঞ্চের বিদ্বান বিচারক দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, যা ২০০৩-এর ৩০শে জানুয়ারি ২০০০-এর ১৬৬ নং বহিষ্কার মামলায় ৫তম বেঞ্চ, ক্ষুদ্র কারণ আদালত, কলকাতা দ্বারা প্রদত্ত রায় এবং ফরমান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

২। এখানে আবেদনকারী বাদী হিসাবে উপরোক্ত মামলা সম্পত্তির মালিক হওয়ায় ইংরেজ ক্যালেন্ডার মাস অনুযায়ী প্রদেয় প্রতি মাসে ৮৫/- টাকা ভাড়ায় মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ ভাড়াটে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে বহিষ্কার মামলা দায়ের করেছেন। উক্ত মামলায় বাদী/আপিলকারীরা অভিযোগ করেছেন যে বিবাদীরা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৯৩ সালের জুন মাস থেকে ভাড়া এবং এইভাবে বিবাদীরা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপি হয়

অভিযোগপত্রে আরও অভিযোগ করা হয়েছিল যে, বাদীর পরিবারের সদস্যদের ব্যবহার ও দখলের জন্য মামলা প্রাঙ্গণটি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন, কারণ তাদের অন্য কোনও উপযুক্ত বাসস্থান নেই। ২০০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখের রায় ওফরমান অনুসারে ডিফল্ট এবং যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিচার আদালত মামলাটির রায় দেয়।

৩. বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত উক্ত রায়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে বিবাদী সিটি দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে আপিল করেন, যা পরবর্তীকালে নিষ্পত্তির জন্য কলকাতার সিটি দেওয়ানি আদালতের ১২তম বেঞ্চের বিচারকের কাছে স্থানান্তরিত হয়। বিজ্ঞ ফার্স্ট আপিল কোর্ট, পক্ষগুলির শুনানির পরে আপিলটি মঞ্জুর করে এবং ২০০০ সালের ১৬৬ নম্বর উচ্ছেদ মামলায় কলকাতার ৫ম বেঞ্চ ক্ষুদ্র কারণ আদালতের বিদ্বান বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত ৩০.০১.২০০৩ তারিখের রায় ও ফরমান খারিজ করে দেয়।

৪. দ্বিতীয় আপিলের শুনানির সময় উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না। আইনের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নগুলি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ, ২৭.০১.২০০৬-এ আপিল গ্রহণ করার সময়।

(i) *নিম্নোক্ত আপিল আদালত বিদ্বান বিচারিক বিচারপতির দ্বারা গৃহীত রায় ও ফরমান উল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কি না এই ভিত্তিতে যে পি. ডব্লিউ নং ১ এবং ২-এর জবানবন্দির উপর কোনও নির্ভরতা রাখা যাবে না এই সত্যটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যে তারা বাদীদের গঠিত অ্যাটর্নি ছাড়াও মামলার তথ্যগুলির সাথেও পরিচিত এবং তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তারা বাদীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারী;*

(ii) *নিম্নোক্ত আপিল আদালত বিদ্বান বিচারিক বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত রায় ও ডিক্রিটি এই ভিত্তিতে উল্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুল করেছে কি না যে, যেহেতু বাদীদের দুই পুত্রের স্ত্রী ও সন্তানরা নিজ গ্রামে বাস করে, তাই পর্যাপ্ত বাসস্থানের অভাবে তাঁরা তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের কলকাতায় আনতে অক্ষম এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে সেই দুই পুত্রের কলকাতায় থাকার কোনও প্রয়োজন ছিল না;*

(iii) *নিম্নোক্ত আপিল আদালত বাদীদের পুত্ররা কলকাতায় রেশন দোকানের ব্যবসা চালাচ্ছেন এই স্বীকৃত সত্যটি বিবেচনা না করে আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কিনা, সেই পুত্রদের ব্যবহার ও পেশার জন্য বাদীদের দ্বারা অনুরোধ করা যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার মামলাটি অবিশ্বাস করার কোনও কারণ ছিল না;*

(iv) *নিম্নের বিজ্ঞ আপিল আদালত কি এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আইনগতভাবে ভুল করেছেন যে বাদীর এক ছেলের ভাড়াটে বাসস্থান বাড়িওয়ালার পক্ষে সমর্পণ করা হয়েছিল, এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে যে এই মামলায় বাদীরা ভাড়াটে ছেলের জন্য বাসস্থানের জন্য প্রার্থনা করেননি।*

সিদ্ধান্ত

৫। বর্তমান মামলায় বাদীর পুত্র বিমল কুমার দে বাদী বাসুদেব দে-এর গঠিত অ্যাটর্নি হিসাবে অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, যিনি পিডব্লিউ-২ হিসাবে ট্রায়াল কোর্টের সামনে উক্ত বহিষ্কার মামলায় সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন। এটি বিতর্কিত নয় যে বাদী বাসুদেব প্রথমে তাঁর পুত্র বিমল কুমার দে-এর পক্ষে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিলেন। এখন বিবাদী বাদীদের মামলাটি আক্রমণ করেছেন এই যুক্তি দিয়ে যে পরবর্তীকালে বাদী তার ভাগ্নে অভিজিৎ দে-এর পক্ষে আবার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিলেন, বিমল কুমার দে এর পক্ষে তাঁর দ্বারা কার্যকর করা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বাতিল না করে এবং বাদীদের পক্ষে উপস্থাপিত এই ধরনের প্রমাণের উপর বাদীদের মামলার সমর্থনে নির্ভর করা যায় না কারণ পিডব্লিউদের সাক্ষ্য দেওয়ার কোনও কর্তৃত্ব নেই।

৬. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উক্ত বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে অ্যাটর্নি হোল্ডার বিমল কে. আর. দে, যিনি বাদীর পুত্র, তিনি পিডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাই বাদীর পক্ষে পিডব্লিউ-১ এবং পিডব্লিউ-২ দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম নেই।

৭। যাইহোক, প্রথম আপিল আদালত এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় **এ. আই. আর ২০০৫ এস. সি ৪৩৯**-এ রিপোর্ট করা রায়ের উপর নির্ভর করে এবং এই সিদ্ধান্তে আসে যে পি. ডব্লিউ-১ এবং পি. ডব্লিউ-২-এর শক্তি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির উপর বাদী দ্বারা তাদের পক্ষে কার্যকর করা প্রমাণ বাদীর মামলার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। প্রথম আপিল আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হতে, আবেদন করতে এবং ব্যবস্থা নিতে পারেন, যিনি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিলেন কিন্তু -এর পক্ষে সাক্ষী হতে পারবেন না। যে পক্ষ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছে। এই প্রসঙ্গে, নীচের আদালত

আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের তৃতীয় আদেশের নিয়ম ২-এ ব্যবহৃত "কাজ" শব্দটিতে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকরকারী পক্ষের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারের কাজ অন্তর্ভুক্ত নয়। নীচের আদালত আরও বলেছে যে পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণ বাদী মামলার সমর্থনে নির্ভর করা যেতে পারে, যদি এটি দেখানো হয় যে বাদী তার বার্ধক্য এবং অসুস্থতার কারণে প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম ছিলেন এবং এই জাতীয় প্রমাণের অভাবে, নীচের আদালত বাদীদের পক্ষে পিডব্লিউ-১ এবং ২ দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে বাদী মামলাটি বিশ্বাস করতে পারে না।

৮. এই প্রসঙ্গে আবেদনকারী/বাদী পক্ষের আইনজীবী জনাব ব্যানার্জি বলেন যে, **জানকি বাসুদেব ভোজওয়ানি বনাম ইন্দুস্লান্ড ব্যাংক লিমিটেড এ আই আর ২০০৫ এস সি ৪৩৯ এ মামলায় রিপোর্ট করা রায়ের ভিত্তিতে নীচের আদালতের দ্বারা করা পর্যবেক্ষণ। রিপোর্ট করেছে একেবারেই অনুচিত এবং ভুল।** এটা লক্ষ্য করা গেছে যে কোনো পক্ষের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং মামলা সম্পর্কে তার যতটুকু জ্ঞান থাকুক শুধুমাত্র সাক্ষী হিসেবে হাজির হতে পারেন তিনি শপথে বক্তব্য দিতে পারেন কিন্তু দলের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হতে পারেন না। তিনি এই প্রেক্ষাপটে এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন, **নিখিল মন্ডল বনাম নেমাই চন্দ্র দে ২০২২ সালে রিপোর্ট করেছেন (2) আই সি সি ৬০৩ ,** যেখানে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ অনুরূপ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় আপিল বিবেচনা করার সময় **এআইআর ২০০৫ - এসসি ৪৩৯** এ প্রকাশিত পূর্বোক্ত রায়টিকে আলাদা করেছে এবং অনুচ্ছেদ ৬ থেকে ১৫ -এ সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন, উক্ত পর্যবেক্ষণের সারমর্মটি তুলে ধরা হবে যে, একজন নিযুক্ত আইনজীবীর প্রমাণ কেবল তখনই প্রশ্নবিদ্ধ হবে যখন তথ্য ও পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে নিযুক্ত আইনজীবীর দ্বারা প্রদত্ত প্রমাণ তার জ্ঞানের বাইরে এবং শুধুমাত্র অধ্যক্ষের বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

৯. বর্তমান মামলায় স্বীকারযোগ্যভাবে মামলাটি ডিফল্ট এবং যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের কারণে উচ্ছেদের জন্য দায়ের করা হয়েছিল। এটি বিতর্কিত নয় যে বাদী প্রথমে তার ছেলে বিমলকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কার্যকর করেছিলেন যিনি পিডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। পিডব্লিউ-২ হিসাবে বিমল বলেছেন যে ১৩.১০.১৯৯৯ তারিখের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দায়ের করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যা প্রদর্শনী ১২ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩ অনুচ্ছেদে প্রধান পরীক্ষায় বলা হয়েছে যে পিডব্লিউ-২ স্পষ্টভাবে বলেছে যে তিনি আসামীর কাছ থেকে ভাড়া সংগ্রহ করেছিলেন এবং ভাড়া রসিদ তার স্বাক্ষর সহ তার বাবা জারি করেছিলেন। যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মোকাবেলা করার সময়, বাদী তার অভিযোগে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তার ছেলে বিমল তার পরিবারের সাথে কলকাতার ৮/গ বালক দত্ত লেনে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে এটি একেবারেই অবিশ্বাস্য যে বিমল যার পক্ষে বাদী প্রথমে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মঞ্জুর করেছিলেন এবং যিনি পিডব্লিউ-২ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি বিবাদী/ভাড়াটিয়ার দ্বারা ভাড়া প্রদানের বিষয়টি বা বাদী প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন, বিশেষত যখন বলা হয় যে বিমল বাদী বাসুদেব দে-এর গঠিত অ্যাটর্নি হিসাবে অভিযোগে স্বাক্ষর করেছেন।

১০. রেণু তিওয়ারি বনাম দ্বারকা সার্ভিস স্টেশন মামলায় এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায় **২০২০ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২২৮৩**-এ রিপোর্ট করেছে, আদালত সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে অধ্যক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য গঠিত অ্যাটর্নির কোনও বাধা নেই তবে শর্ত থাকে যে অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে থাকা তথ্যগুলি গঠিত অ্যাটর্নির মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না। শুরু থেকেই লেনদেনের নেতৃত্বে থাকা নিযুক্ত আইনজীবীকে অধ্যক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য একজন উপযুক্ত সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত বর্তমান মামলায় এটা বলার কোনও সুযোগ নেই যে ভাড়াটিয়া/উত্তরদাতাদের দ্বারা ভাড়া পরিশোধে খেলাপির অভিযোগ/মামলাটি কেবল অধ্যক্ষ/বাদীর বিশেষ জ্ঞান বা ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে ছিল, বিশেষত যখন পিডব্লিউ-২-এর পাল্টা পরীক্ষায় কোনও অস্বীকার নেই যিনি বলেছিলেন যে তিনি আসামীর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতেন এবং ভাড়া রসিদ তাঁর বাবা/বাদী জারি করেছিলেন। একইভাবে পাল্টা পরীক্ষায় বিবাদী পিডব্লিউ-২-এর স্বাক্ষর অস্বীকার করেননি যিনি এটিকে বাদী বাসুদেব দে-এর গঠিত অ্যাটর্নি হিসাবে রেখেছিলেন। তদনুসারে পিডব্লিউ-২ বিমল কেআর বলেছেন। দে বাদী বাদী মামলার সমর্থনে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দ্বারা বাদী পক্ষের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডিফল্ট এবং যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিগুলির সাথে ভালভাবে পরিচিত। নীচের আদালত সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ভুল ছিল, কারণ বিমলের পক্ষে ভুলভাবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রত্যাহার না করে, দ্বিতীয় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তার ভাগ্নি/পিডব্লিউ-১-এর পক্ষে মঞ্জুর করা হয়েছিল, তাই বাদীদের মামলার সমর্থনে পিডব্লিউ-১-এর প্রমাণ বা পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করা যায় না। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ একেবারেই ভিত্তিহীন এবং দাঁড়াতে পারে না যখন বাদী অভিযোগের ৮ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন যে বাদী তার দ্বিতীয় পুত্র বিমলকে তার পক্ষে এবং এবং তার পক্ষে ১৩.১০.১৯৯৮ তারিখের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে বর্ণিত সমস্ত ক্ষমতা সহ।

১১। যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের বাদী মামলার ক্ষেত্রে, অভিযোগপত্রে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বাদীর পাঁচ পুত্র রয়েছে যার মধ্যে শ্যামল বড় এবং পূর্বোক্ত বিমল দ্বিতীয় পুত্র এবং তার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্রের নাম অমল, নির্মল এবং পরিমল। বাদী তার আবেদনে স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন যে বিমল একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন যেখানে শ্যামল অমল এবং নির্মল তাদের পরিবারের সদস্যদের ছাড়াই থাকতে বাধ্য হন।

হুগলির আরামবাগে তাদের জন্মস্থানের বাসস্থানের অভাবের কারণে তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা। তার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র অমল ও নির্মল বিবাহিত এবং যার জন্য তাদের নিজস্ব ব্যবহার ও পেশার জন্য দুটি ভাড়াটিয়া কক্ষ প্রয়োজন। বাদী সংশোধনীর মাধ্যমে আরও আবেদন করেছিলেন যে গুরুতর বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে উপরের তলায় বসবাস করছেন এমন তার বড় ভাইয়ের থাকার জন্য তার আরও একটি ঘর প্রয়োজন। পিডব্লিউ-১ বাদীর কথিত বড় ভাইয়ের ছেলে যিনি বাদীর যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছেন। বিচার আদালত বাদীদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় **২০০১ (২) ও৯ (এইচ. সি) এবং ২০০১ (২) এস. সি. সি ৩৫৫-এ** বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বাড়িওয়ালার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই বাড়িওয়ালার এবং তার পরিবারের সদস্যদের সুবিধার ভিত্তিতে এবং তাদের পরিস্থিতির সামগ্রিকতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত এবং অবশ্যই আকারের দিক থেকে উপযুক্ত হতে হবে। বিচারিক আদালত বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে ভাড়াটিয়া জমির মালিককে বাড়িওয়ালার পরিবারকে বিভক্ত করতে বাধ্য করতে পারে না, যা দাবি অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক, বিশেষত যখন বাদী পুত্রদের পরিবার/সন্তানরা অনন্ত নাগোর, আরামবাগ, হুগলির স্থানীয় গ্রামে বসবাস করে এবং এই প্রসঙ্গে **এআইআর ২০০২ এনওসি ১৭৩**-তে কেরালা উচ্চ আদালততের রায়ের উপর নির্ভর করে বিচারিক আদালত রায় দিয়েছে যে ভাড়াটিয়া তার উচ্ছেদের পছন্দ সম্পর্কে বাড়িওয়ালাকে নির্দেশ দিতে পারে না। তদনুসারে নীচের আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাদী এবং তার পুত্র এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কলকাতায় পর্যাপ্ত বাসস্থান নেই এবং সেই অনুযায়ী বাদী যুক্তিসঙ্গতভাবে মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন তার ছেলে/পরিবারের সদস্যদের থাকার জন্য।

১২। যাইহোক, যখন প্রথম আপিল আদালত যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গ্রহণ করেছিল, তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাদীপক্ষের অন্য পুত্ররা কলকাতার কোনও ঠিকানায় রেশন কার্ড পেয়েছেন বলে প্রমাণ করার মতো কোনও প্রমাণ নেই, যা দেখায় যে তারা কলকাতায় বসবাস করছেন এবং ৩৫ শঙ্কর ঘোষ লেন কলকাতা-৬-এ রেশন ও মুদি দোকানের যৌথ ব্যবসা করছেন। অন্যদিকে, প্রদর্শ ঙ এবং ঙ-১ এবং পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণ প্রকাশ করে যে, বাদীপক্ষের দুই পুত্র নির্মল ও পরিমল ২০০২ সালে বাদীপক্ষের মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন আরামবাগে তাদের নিজ বাড়িতে বিদ্যমান রেশন কার্ড বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন। নিম্ন আদালত আরও বলেছে যে পিডব্লিউ-২ ১৯৯৭ সালে মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন ৮/গ বালক দত্ত লেনে তার ভাড়া করা বাসস্থান আত্মসমর্পণ করে এবং বাদী যদি তার ছেলে অমল নির্মল বা পরিমলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন হত, তবে তারা ১৯৯৭ সালে ৮/গ বালক দত্ত লেনে তাদের ভাড়াটিয়া আত্মসমর্পণ করত না।

১৩. নীচের আদালতের এই পর্যবেক্ষণটি এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভিত্তিহীন যে, বিমল কোনও কারণে তার বাড়িওয়ালার পক্ষে তার ভাড়াটিয়া আত্মসমর্পণ করলেও তার অর্থ এই নয় যে উক্ত আত্মসমর্পণ করা প্রাঙ্গনে অমল, নির্মল এবং পরিমল দ্বারা ভাড়াটিয়া পাওয়া স্বয়ংক্রিয় ছিল। এটি সর্বদা বাড়িওয়ালার পছন্দ, যাকে তিনি ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করবেন। বিমলের জায়গায় বাদী পুত্রদের ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিমলের বাড়িওয়ালার উপর এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং বিমলের বাড়িওয়ালাকে অমল, নির্মল এবং পরিমলকে ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, এমনকি যদি তাদের পক্ষে কোনও অনুরোধ করা হয়।উপরন্তু নীচের আদালতের পর্যবেক্ষণ যে শুধুমাত্র ২০০২ সালে মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন, বাদীদের পুত্র নির্মল, পরিমল তাদের রেশন কার্ড বাতিল করার জন্য আবেদন করেছিলেন, যা

আরামবাগের রেশন অফিসে ছিল যে মামলা দায়ের করার সময় তারা কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন না, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও সত্যতা খুঁজে পান না যে বাদী পুত্রের পরিবারের সদস্যরা নিজের গ্রামে বসবাস করছেন তা বিতর্কিত নয়। যেহেতু বাসস্থানের অভাবে পরিবারের বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয়েছে, রেশন কার্ড আরামবাগে তাদের থাকার বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ নাও হতে পারে, বিশেষত যখন তারা কলকাতায় রেশন দোকান চালায়। তারা হয়তো কোনও না কোনও কারণে আরামবাগে তাদের রেশন কার্ড অব্যাহত রেখেছিল এবং এমনকি ২০০২ সালে আরামবাগে সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ, আরামবাগের সামনে রেশন কার্ড বাতিলের জন্য প্রার্থনা করলেও, যা প্রদর্শনী ঙ এবং ঙ/১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবুও বাদীদের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা বিবেচনা করার সময় পরবর্তী ঘটনাটিকে বিবেচনায় নেওয়ার কোনও বাধা নেই।

১৪. এটি স্থিরীকৃত আইন যে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করবে বাড়িওয়ালার প্রাঙ্গনের জন্য প্রয়োজনের একটি প্রকৃত উপাদান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম কিনা এবং প্রকৃত প্রয়োজন কী তা অবশ্যই প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বর্তমান ক্ষেত্রে বাদীর পুত্রদের পটভূমি বিবেচনা করে যারা বেকার এবং সেই ব্যবসাটি উপলব্ধ বিকল্প এবং ভাড়াটে প্রাঙ্গণই তাদের বাসস্থানের জন্য উপলব্ধ একমাত্র জায়গা ছিল, প্রাঙ্গনের প্রকৃত প্রয়োজন নিশ্চিত করা হয়েছিল।

১৫. নিম্ন আদালত ভুল করে কোনও ভিত্তি ছাড়াই এবং সম্পূর্ণরূপে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বাদীর ছেলেদের ৩৫ নম্বর শংকর ঘোষ লেনের রেশন-কাম মুদি দোকানে থাকতে বাধ্য করা হয়, যখন পিডব্লিউ-২ স্বীকার করেছে যে রেশন-কাম মুদি দোকানটি অন্য দুই কর্মচারীর সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। এটা বোধগম্য নয় যে কীভাবে এটা বলা যেতে পারে যে বাদীর ছেলেরা রেশন দোকানে থাকতে বাধ্য নয়, কারণ বাদীর ছেলেরা তাদের মুদি-কাম রেশন ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দুজন কর্মচারী নিয়োগ করেছে। এমনকি ভাড়াটে/আসামির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য নয় যে বাদীর ছেলেদের তাদের পরিবারের সন্তানদের জন্য শংকর ঘোষ লেনে পর্যাপ্ত থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৬. "আবশ্যক" শব্দটি পরম প্রয়োজনের চেয়ে কম কিছুকে বোঝায় এবং যথার্থতার অর্থ প্রতারণার অভিপ্রায়ের অনুপস্থিতি। যদি আমি বাদীদের প্রয়োজনীয়তাকে উক্ত দুটি শব্দের স্পর্শে বিচার করি, তবে আমি দেখতে পাই যে বাদীর প্রয়োজনীয়তাকে কাল্পনিক বলা যায় না। এমন কোনও আইন নেই যা বাড়িওয়ালা/মালিককে ভাড়াটিয়ার থাকার জন্য তার নিজের প্রাঙ্গণ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে, যখন এটি প্রতিষ্ঠিত করে যে বাদী এবং তার ছেলেদের বাসস্থানের খারাপ প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই প্রয়োজনটি কেবল মামলা প্রাঙ্গণ থেকে আসামী/ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যেতে পারে। এটিও স্থিরীকৃত আইন যে বাড়িওয়ালার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে তার কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে জীবনযাপন করা উচিত এবং সে তার আবাসিক প্রয়োজনের সেরা বিচারক।

১৭। যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার কারণ ছাড়াও, আপিলকারীর পক্ষে শ্রী ব্যানার্জি আরেকটি প্রশ্নের উপর যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বাদীর বাদী অনুচ্ছেদ ২-এ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আসামী/ভাড়াটেরা ১৯৯৮ সালের জুন মাস থেকে ভাড়া পরিশোধে খেলাপি এবং এর ফলে বারো মাসের মধ্যে দুই মাস ধরে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ। ট্রায়াল কোর্ট উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, প্রদর্শ খ থেকে (ভাড়া রসিদ/চালান) সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে বিবাদীরা ভাড়া পরিশোধের সমর্থনে চালান দাখিল করেছে কিন্তু উক্ত চালান থেকে জানা গেছে যে আসামীরা ১৯৯৩ সালের জুন থেকে ১৯৯৪ সালের মার্চ এবং ২০০২ সালের মার্চ মাসের ভাড়া আদেশ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত জমা দেওয়ার বিষয়টি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এইভাবে ট্রায়াল কোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বিবাদীর ভাড়া পরিশোধে খেলাপি এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে উক্ত সমস্যাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং পরিণামে খেলাপির ভিত্তিতে উচ্ছেদের ডিক্রি জারি করা হয়েছে।

১৮। যাইহোক, প্রথম আপিল আদালত উক্ত বিষয়টি নিয়ে কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ১৯৯৩ সালের জুন থেকে ১৯৯৪ সালের মার্চ পর্যন্ত এবং ২০০২ সালের মার্চ থেকে রায় প্রদানের তারিখ পর্যন্ত বিবাদীরা ভাড়া পরিশোধে খেলাপি ছিল বলে বিচার আদালতের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল কারণ বিবাদীরা ১৯৫৬ সালের আইনের ১৭ (১) এবং ১৭ (২) ধারার বিধান মেনে বর্তমান ভাড়া এবং বকেয়া ভাড়া জমা করেছিল। আদালত আরও বলেছে যে বিবাদীদের জমা দেওয়া চালানগুলি প্রকাশ করেছে যে বিবাদীরা ১৭ (১) এবং ১৭ (২) ধারার বিধান মেনে বর্তমান ভাড়া এবং বকেয়া ভাড়া জমা করেছে।

১৯। মনে হচ্ছে যে, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ যুক্তিসঙ্গত নয়। বিজ্ঞ বিচার আদালত স্পষ্টভাবে জুন, ১৯৯৩ থেকে মার্চ, ২০০৪ এবং মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধে খেলাপির সময়কাল পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে ১৫.০৫.১৯৯৫ তারিখের আদেশ নং ১২ এর অ-সম্মতি ছিল। বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণে পৌঁছানোর সময় কোনও খেলাপি হয়নি এমন কোনও কারণ উল্লেখ করেননি, যখন রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ট্রায়াল কোর্টের রায়ে উল্লেখিত পূর্বোক্ত সময়ের জন্য অর্থ প্রদানের সমর্থনে চালানগুলি প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি বা বিজ্ঞ বিচার আদালতে বা প্রথম আপিল আদালতে দাখিল করা হয়নি। বিবাদী/ভাড়াটেদের দ্বারা পূর্বোক্ত সময়ের জন্য ভাড়া জমা দেওয়ার সমর্থনে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে,

নীচের আদালত এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না যে বিবাদীরা ১৭ (১) এবং ১৭ (২) ধারা মেনে বর্তমান ভাড়া এবং বকেয়া ভাড়া জমা করেছে এবং একজন খেলাপি নয় এবং যার জন্য তিনি ১৯৫৬ সালের আইনের ১৭ (৪) ধারার অধীনে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। প্রমাণের অভাবে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ একটি বিকৃত অনুসন্ধান যা প্রমাণের ভিত্তিতে নয় এবং আইনের চোখে টেকসই নয়।

২০. আমার মতে নিম্ন আদালত বিচার আদালতের রায় বাতিল করে ভুল করেছে। নীচের আদালতের সিদ্ধান্তটি কার্যত কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয় এবং ফলাফলটি এমন যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি রেকর্ডে থাকা উপকরণের ভিত্তিতে এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না।

২১. এই অবস্থানের কারণে দ্বিতীয় আপিল অনুমোদিত। ২০০৩ সালের ৩০ নং শিরোনাম আপিলের ২৫.১০.২০০৫-এর উপর প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রিটি এতদ্বারা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং ২০০০ সালের ১৬৬ নং বহিষ্কৃত মামলায় ৩০.০১.২০০৩ তারিখের ছোট কারণ আদালতের ৫ নং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ওফরমান এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২২. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী,.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly